মিত্রোখিন রহস্য - ৭

মিজানুর রহমান খান

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কেজিবি পুরস্কৃত

অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু ও ভাসিলি মিত্রোখিন তাদের কেজিবি অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড বইয়ে রুশ-ভারত বিশেষ সম্পর্কের বিষয়টি বিশদভাবেই আলোকপাত করেছেন। শুধু ভারতের ওপরই রয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ। এতে ইতিপূর্বে এন্ড্রু ও গরদিভস্কি লিখিত 'কেজিবি'র ৫০৪ পৃষ্ঠার বরাতে বলা হয়েছে, যোশেফ স্ট্যালিনের আমলে ভারত গণ্য হতো 'সাম্রাজ্যবাদী পুতুল' হিসেবে। দি গ্রেট সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া মহাত্মা গান্ধীকে একজন প্রতিক্রিয়াশীল, জনগণের সঙ্গে প্রতারণাপূর্বক সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তাদানকারী ও বক্তৃতাবাগীশ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত বিপ্লবকে মানবসমাজের কল্যাণে এক আলোকবর্তিকা হিসেবেই গণ্য করেন। নেহরু যদিও জানতেন ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সোভিয়েতের কাছে তিনি গান্ধীর মতোই একজন প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবেই চিহ্নিত হতেন। *(মিত্রোখিন আর্কাইভ, পৃ.৩১২)*

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি *(সিপিআই)* পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেও মস্কোর কাছ থেকে অব্যাহতভাবে নেহরুর সরকার উৎখাতে নিয়মিত নির্দেশ পেয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের গোড়ার দিনগুলোতে ভারতীয় ইন্টিলিজেন্স ব্রাঞ্চ *(আইবি)* মস্কো থেকে সিপিআইর কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র পথিমধ্যে রোধ করেছে। আইবি প্রধান বি এন মল্লিকের মতে, পঞ্চাশের দশকের শুরুর পর্বে মস্কো থেকে সিপিআইকে লেখা চিঠিপত্রের নির্দেশনা ছিল একটিই—নেহরুর প্রতিক্রিয়াশীল সরকার উৎখাত করতে হবে। *(দি চাইনিজ বিট্রেয়াল, মল্লিক, পৃ. ১১০)*। নেহরু উচ্চৈস্বরে হেসে বলতেন, মস্কো দৃশ্যত বুঝতেই অক্ষম আমাদের গোয়েন্দারা কতই না চৌকস *(মাই ইয়ার্স উইথ নেহরু, মল্লিক, পৃ. ৬১০-৬১১)*। অথচ নেহরু কিংবা আইবি কর্তাদের কেউ আন্দাজ করতেই পারেননি, মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে কেজিবি তার হানি ট্র্যাপ অর্থাৎ রমণী ফাঁদ ব্যবহার করে কত কার্যকর ও গভীরতায় ঢুকে পড়েছে। ভারতীয় কূটনীতিক 'প্রখর'কে 'নেভেরোভা' নামের এক নারী এজেন্ট দ্বারা বশে আনা হয়। ওই কূটনীতিকের 'তথ্য পাচারে' সন্তুষ্ট কেজিবি ১৯৫৪ সাল থেকে তার মাসিক ভাতা ১ হাজার থেকে ৪ হাজার রুপিতে উন্নীত করে। ১৯৫৬ সালে নিয়োগকৃত 'রাডার' নামের আরেক কূটনীতিককে ফাঁসানো নারী এজেন্ট দাবি করেন যে, তিনি গর্ভবতী (সম্ভবত এই দাবি ভুয়া) হয়ে পড়েছেন *(মিত্রোখিন, পৃ. ৩১৩)*। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কেজিবি তার নেটওয়ার্ক ভারতে বিস্তৃত করার পর সে সিপিআইতে আইবির পূর্ববর্তী অনুপ্রবেশ আবিষ্কার করে। কেজিবির এক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৫৯ সালে বেঙ্গল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তকে ১৯৪৭ সালেই আইবি নিয়োগ করেছিল। ১৯৫৯ সালে সিপিআই সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ কেজিবির দিল্লি মিশনের সঙ্গে সোভিয়েত ব্লকের আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করে। পার্টির তহবিল গঠনের জন্য পরিচালিত এই বাণিজ্যের বার্ষিক মুনাফা এক দশকের কিছু বেশি সময়ের ব্যবধানে ৩০ লাখ রুপিতে পৌঁছায়। (পৃ. ৩১৩)

১৯৫৫ সালে ন্যাম জোটের বান্দুং সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নাসের ও টিটোর সঙ্গে নেহরুর বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে উজ্জ্বল উপস্থিতি মস্কোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বছরে নেহরু ও ক্রুশ্চেভের পরস্পরের দেশ সফর রুশ-ভারত সম্পর্কের এক মাইলফলক। ক্রেমলিন লক্ষ করে, ভারত ন্যাম জোটে ক্রমেই পশ্চিমাবিরোধী যে অবস্থান নিচ্ছে তা তার স্বার্থের অনুকূল। ওয়াশিংটনের পিণ্ডিনির্ভরতা দিল্লিকে মস্কোর দিকে ঝুঁকতে উৎসাহিত করে। (পৃ. ৩১৪)

১৯৬৯ সালে বৈদেশিক সম্পর্কের প্রশ্নে মস্কো ও দিল্লিতে ব্যাপকতর নীতিগত পুনর্বিন্যাস চলে। চীনের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মস্কো তার দক্ষিণ এশীয় নীতির ভিত্তিতে দিল্লির সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্কের সূচনা ঘটায়। ...১৯৬৯ সালের জুলাইয়ে ইন্দিরা ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েতব্যবস্থার আস্থাভাজন হতে শুরু করেন। সিপিআই তার পাশে দাঁড়ায়। (পৃ. ৩১৮)

১৯৬৭-৭৩ পর্বে নেহরুর দক্ষিণহস্ত ও কেজিবির আশীর্বাদপুষ্ট কৃষ্ণ মেননের কাছের মানুষ পিএন হাকসার ইন্দিরার সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে নিরঙ্কুশ নির্বাচনী বিজয়ের পরে ইন্দিরা সাবেক কমিউনিস্ট মোহন কুমারমঙ্গলমকে তার মুখপাত্র ও খনিজমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। (পৃ. ৩১৯)

একাত্তরের আগস্টে সম্পাদিত রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল বলেন, ভারতের ইতিহাসের গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পাদিত দলিলগুলোর এটি অন্যতম। ভারতীয় পক্ষে বড় জোর আধা ডজন মানুষ এটা জানতেন। গণমাধ্যম টের পায়নি *(কাউল, স্মৃতিকথা, পৃ. ২৫৫)*। উৎফুল্ল গ্রোমিকো চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বলেন, এই চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে অতিরঞ্জনের কিছু নেই। এরপর মস্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে বিপুলসংখ্যক রুশ শিশুর নামকরণ ইন্দিরা রাখার মধ্য দিয়ে। *(গ্রোমিকো, স্মৃতিকথা, পৃ. ২৪৪-২৪৫)*। এ সময় ভারতে স্রোতের মতো যাচ্ছিল রুশ সামরিক প্রযুক্তি।

সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন গোপন দলিল অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ৯ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তাবিষয়ক উপ-সহকারী জেনারেল হেগ নিক্সনকে অবহিত করেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ওয়াশিংটন আসার পথে মস্কো সফর করেন। এ সময়ে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত তার বৈঠকে বাঙালি গেরিলাদের অস্ত্র সহায়তা দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। কোসিগিন ভারত সমর্থিত গেরিলাদের ক্ষুদ্র অস্ত্র সরবরাহে রাজি হন। এই দলিলে দেখা যাচ্ছে, শরণ সিং পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হস্তক্ষেপ নস্যাতে সম্ভাব্য চীনা হুমকি মোকাবিলায় সোভিয়েতের কাছে ভারতকে সামরিক সুরক্ষা দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কোসিগিন এতে ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও কথিত মতে, তিনি শর্ত আরোপ করেন যে, এ জন্য মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধপত্রের প্রয়োজন হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি শীর্ষক এই চিঠিতে জেনারেল হেগ উল্লেখ করেন, এ খবর কিন্তু কিছুটা বিস্ময়কর। কারণ সোভিয়েত ঐতিহ্যগতভাবে মনে করে স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে সংহত হতে পারে। অন্যকথায় অন্তত তারা কোনো নাটকীয় অস্থিতিশীলতায় ইন্ধন যোগাবে না। উপরন্তু তারা

এটাও মনে করে যে, একটি বিভক্ত পাকিস্তান কখনোই টেকসই হবে না। এবং সেক্ষেত্রে তাদের 'নতুন বাস্তবতার' পক্ষ নিতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত নীতি সর্বদা ভারত সমর্থিত। তবে ১৯৬৫ সালের পর তারা পাকিস্তানেও একটি অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা এখন ভাবতে পারে এই ভারসাম্য বজায় রাখার নয়। এবং সংকটের ক্ষেত্রে মস্কোকে পাকিস্তানের বিরোধিতাই করতে হবে। *(এনএসসি ফাইলস, বক্স ৭১৫)*

লক্ষণীয়, দিল্লিতে নিযুক্ত কেজিবির রাজনৈতিক শাখার গোয়েন্দা প্রধান লিওনিদ শেবারশিনের মতে, কেজিবি সদর দপ্তর আগস্টে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, পাক-ভারত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অথচ রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেকে তা বুঝতে পারেননি। *(মিত্রোখিন, পৃ. ৩২০)*

২ ডিসেম্বর ১৯৭১ দিল্লির রুশ দূতাবাসে আয়োজিত এক জমকালো কূটনৈতিক অভ্যর্থনায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে শেবারশিন বুঝতে পারেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, গোটা দিল্লি অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি দ্রুত দূতাবাস ত্যাগ করে গাড়ি চালিয়ে স্থানীয় একটি ফোনবক্স থেকে কেজিবির এজেন্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ শুরু সম্পর্কে নিশ্চিত হন। ৫৬২ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে এন্ড্রু লিখেছেন, শেবারশিনের এই সূত্রটি পুরোদস্তুর এজেন্ট না হতে পারে। কিন্তু কেজিবির গোপন বিশ্বস্ত সূত্র। পরে কেজিবি নেটওয়ার্কের আরেক সদস্য শেবারশিন ও এক ঊর্ধ্বতন ভারতীয় সেনা অধিনায়কের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করে। শেবারশিন তার বইয়ে লিখেছেন, এমন মন্তব্য করা সত্যের অপলাপ হবে যে, এই জেনারেল আশাবাদী ছিলেন। তিনি নিপুণভাবেই জানতেন কখন এবং কীভাবে যুদ্ধ শেষ হবে। *(রুকা মস্কভি, শেবারশিন, পৃ. ৭২-৭৬)*

এন্ড্রু লিখেছেন, ১৪ দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনাকে একজন সোভিয়েত দূত মন্তব্য করেন, ইতিহাসে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ও চীন একসঙ্গে পরাজিত হলো।

মিত্রোখিন ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কেজিবির সদর দপ্তর রুশ-ভারতের বিশেষ সম্পর্ককে কেজিবির জন্য তুরুপের তাস হিসেবে উদযাপনে মেতে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে দিল্লির কেজিবি মিশনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথা ভেঙে এর মর্যাদা উন্নীত করা হয়, 'মেইন রেসিডেন্সিতে'। এই মিশনের প্রধান হিসেবে জ্যাকোভ প্রোকোফেভিচ মেদিয়ানিক ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাকে 'মেইন রেসিডেন্ট' খেতাবে ভূষিত করা হয়। উপরন্তু দিল্লির কেজিবি রেসিডেন্সির সাংগঠনিক কাঠামোতে অপারেশনাল স্টাফ হিসেবে রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত পিআর লাইন, কাউন্টার ইন্টিলিজেন্স কেআর লাইন এবং লাইন এক্স অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ইন্টিলিজেন্স শাখার প্রত্যেককে 'রেসিডেন্ট'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ বিশ্বের অন্যত্র একই পদধারী কেজিবি কর্মকর্তাদের মর্যাদা ছিল ডেপুটি রেসিডেন্টের। মুম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজের সোভিয়েত কনস্যুলেটে অবস্থিত অন্য তিন রেসিডেন্সির দায়িত্বেও ছিলেন মেদিয়ানিক। সত্তরের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ব্লকের বাইরে ভারতেই ছিল কেজিবির অন্যতম বৃহত্তম উপস্থিতি। কেজিবির কর্মকর্তা নিয়োগে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা ছিল না। অন্যান্য দেশের সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত রুশ কূটনীতিকদেরও বিনাবাক্য ব্যয়ে ঠাঁই মিলত ভারতে। ১৯৭০ সালের গোড়ায় ভারতীয় উপমহাদেশে কেজিবির সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় কেজিবির সদর দপ্তরে একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৭৪ সালে নবগঠিত সপ্তদশ বিভাগকে ভারতীয় উপমহাদেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক।

অষ্টম কিস্তি : মুজিবের প্রশাসনে কেজিবির এজেন্ট